দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JUL 06 2000
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

ঢাকার সরকারি বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষার মান নেমে গেছে

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দলাদলি ও নানা কায়দায় টাকা আদায়ের অভিযোগ

রাশেদ আহমেদ ॥ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সরকারি বিজ্ঞান কলেজে হচ্ছেটা কি? সেখানে কলেজ ও স্কুল শাখার মধ্যে বিরোধ, প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় এবং শিক্ষার মান নেমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। প্রতিষ্ঠানের স্কুল শাখার ২৯ জন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন শিক্ষা অধিদপ্তরে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আবার এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর বেশি দেয়ার নাম করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কারণে সম্প্রতি ৮ জন কলেজ শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হয়েছে। জানা গেছে, এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষায় শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং করানোর নামে টাকা আদায় করেন। এতে অভিভাবক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা হুসনা আক্তার এ ব্যাপারে গত ৪ জুন একটি নোটিশ জারি করে কোচিংয়ের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় না করতে নির্দেশ দেন। নোটিশে বলা হয়, ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে কোচিং বা অন্য কোন ব্যাপারে টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করা আইনত অপরাধ।

কলেজের অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষকরা এখন ক্লাস করানোর চেয়ে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং ব্যবসার ওপর বেশি ঝুঁকে পড়েছেন।

এবছর এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেয়া হবে এই প্রতিশ্রুতিতে কোচিংয়ের ফাঁদ পাতা হয়। শিক্ষকরা বিষয়ভিত্তিক টাকাও নির্ধারণ করে দেন। এতে জীববিজ্ঞান বিষয়ের জন্যে ৭০০, পদার্থ বিজ্ঞানে ৭০০, রসায়ন বিজ্ঞানে ৮০০, গণিতে ৮০০ ও প্রকৌশলে ১০০০ টাকা ধার্য করা হয়। পরীক্ষার্থীদের বলা হয়, টাকা দিয়ে কোচিং না করে পরীক্ষায় নম্বর কম পেলে শিক্ষকরা দায়ী থাকবেন না। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা আতংকিত হয়ে শিক্ষকদের টাকা দেয়। পরে বিষয়টি উর্ধ্বতন মহলে গড়ালে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ৮ জন শিক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি-প্রাপ্ত শিক্ষকরা হচ্ছেন- রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ রুস্তম আলী খান, গণিত বিভাগের নজরুল ইসলাম ভুঁইয়া, রসায়ন বিভাগের মোঃ আবদুস সালাম, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের পঙ্কজ কুমার হাওলাদার, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের আবুল কালাম ও চিফ ইনস্ট্রাক্টর মোঃ আমিরুল করিম।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা হুসনা আক্তার 'সংবাদ'কে বলেন, অভিযোগ পেয়ে আমি প্রথমে নোটিশ জারি ও পরে কতিপয় শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি।

সরকারি বিজ্ঞান কলেজের স্কুল শাখায় ২৯ জন শিক্ষক প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজের অনৈতিক কার্যক্রমের জন্যে তার বিরুদ্ধে শিক্ষা অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগে বলা হয়েছে, স্কুলের প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে গৃহীত কোচিং ফি-এর সিংহভাগ টাকাই প্রধান শিক্ষক একা গ্রহণ করছেন। অথচ তিনি কোন ক্লাস গ্রহণ করেননি। এছাড়া বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়সহ নানাবিধ অভিযোগ করা হয়।

শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি তদন্তের জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন কর্তৃপক্ষের কাছে। এই অভিযোগে বলা হয়, প্রধান শিক্ষক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে একটি বিভেদ সৃষ্টি করতে নানাভাবে চেষ্টা করছেন।

সরকারি বিজ্ঞান কলেজের এক অভিভাবক এ পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদকে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ম্লান করে দিচ্ছে।